দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 23 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ...

একাদশ শ্রেণীতে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তির সুযোগ বাড়ছে

স্টাফ রিপোর্টার ॥ একাদশ শ্রেণীতে মেধা তালিকা থেকে ভর্তি শেষ হয়েছে গতকাল। কিন্তু ভর্তির জন্য পাঁচদিন সময় দেয়া হলেও নামী-দামী কলেজগুলোতে অর্ধেক শিক্ষার্থীও ভর্তি হয়নি। ফলে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শিক্ষার্থীদের ভর্তির সুযোগ বাড়ছে। কাল শুক্রবার অপেক্ষামাণ তালিকা থেকে শূন্য আসনের ভিত্তিতে আবারও মেধা তালিকা প্রকাশ করবে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় সাব কমিটি।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, নামী-দামী কলেজগুলোতে শিক্ষার্থী কম ভর্তি হওয়ার পেছনে কারণ একটাই। বেশিরভাগ মেধাবী শিক্ষার্থীই আবেদন করেছে ২০ থেকে ৩০টি নামীদামী কলেজে। ফলে প্রায় সব কলেজেই তারা মেধা তালিকায় রয়েছেন। কিন্তু তারা ভর্তি হয়েছেন একটি

নামীদামী কলেজে অর্ধেক শিক্ষার্থীও ভর্তি হয়নি

কলেজে। ফলে বাকি কলেজগুলো শিক্ষার্থী পাচ্ছে না। তবে এসব নামী-দামী কলেজে যারা অপেক্ষমাণ তালিকার শুরুর দিকে রয়েছেন তারাও মেধাবী। হয় তো সামান্য নম্বরের ব্যবধানে তারা প্রথম মেধা তালিকায় আসতে পারেননি। অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে এবার যে মেধা তালিকা করা হবে তাতে তারাই এবার ভর্তির সুযোগ পাবে।

এছাড়াও রাজধানীর নটরডেম কলেজ, সেন্ট জোসেফ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও হলিক্রস কলেজ এবারও ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করেছে। এসব কলেজের আসন সংখ্যা প্রায় ৫১০০। এসব কলেজে যারা ভর্তি হয়েছে তারা খুবই মেধাবী। তারাও অনলাইনে আবেদন করেছিল। আবেদনের বেশিরভাগ কলেজেই তারা সুযোগ পেলেও ভর্তি হয়নি বলে জানা গেছে।

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, 'বাংলা মাধ্যমের বিজ্ঞানে আমাদের আসন ৬০০। এর মধ্যে ৯০ জন ভর্তি হয়েছে। আর ইংরেজী ভার্সনে আসন সংখ্যা এক শ'। ভর্তি হয়েছে মাত্র তিনজন।'

আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ, মতিঝিলের অধ্যক্ষ ড. শাহান আরা বেগম বলেন, 'আমাদের ইংরেজী ভার্সনে এক শ' আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে মাত্র ৬৫ জন। বাংলা মাধ্যমেও ৬০ শতাংশ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে।'

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস স্কুল এ্যান্ড কলেজেও বাংলা ভার্সনের মোট আসনে ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। ইংরেজী ভার্সনে ১২০ আসনের মধ্যে ভর্তি হয়েছে ২৭ জন। রাজধানীর নামী-দামী প্রায় সব কলেজের চিত্র একই বলে জানিয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন বলেন, 'যেহেতু এবার একেকজন শিক্ষার্থী ২০ কলেজ পছন্দের সুয়োগ পেয়েছে। তাই দেখা গেছে সেরা মেধাবীরা অনেকেই সাত থেকে ১০টি পর্যন্ত কলেজে মনোনীত হয়েছে। যাদের মধ্যে সে একটি কলেজে ভর্তি হয়েছে। বাকি কলেজগুলোর আসন ছেড়ে দিয়েছে। এই কারণে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে শুক্রবার যে মেধা তালিকা প্রকাশ হবে তাতে অনেক শিক্ষার্থীই ভর্তির সুযোগ পাবে।'

জানা যায়, সারাদেশে প্রায় সাড়ে চার হাজার কলেজ রয়েছে। আর এতে আসন সংখ্যা রয়েছে প্রায় ১৯ লাখ। তবে এবারের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় পাস করেছে ১৪ লাখ ৫২ হাজার ৬০৫ শিক্ষার্থী। চলতি বছরে উত্তীর্ণদের সঙ্গে ২০১৪ ও ২০১৫ সালের পাস করা শিক্ষার্থীও আবেদনের সুযোগ পেয়েছে। তবে আবেদন করেছে ১৩ লাখ এক হাজার ৯৯ শিক্ষার্থী। আবেদনকারীদের মধ্যে ৯ লাখ ৬০ হাজার শিক্ষার্থী পছন্দের কলেজে ভর্তির জন্য মেধাক্রমে স্থান পেলেও ৩ লাখ ২০ হাজার শিক্ষার্থী পছন্দের কলেজে মেধাক্রমে স্থান পায়নি।

নীতিমালা অনুযায়ী, অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে শুক্রবার। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের ভর্তি ২৫ থেকে ২৭ জুন এবং ২৮ থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত। বিলম্ব ফিসহ ভর্তি হওয়া যাবে আগামী ১০ থেকে ২০ জুলাই পর্যনন্ত। একাদশ শ্রেণীতে ক্লাস শুরু হবে ১০ জুলাই থেকে।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সূত্রে জানা গেছে, যেহেতু অনেক আসন খালি থাকবে। তাই কেউ যাতে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়টি লক্ষ্য রাখা হচ্ছে। যারা এখনও অনলাইন বা এসএমএসে আবেদনই করেনি তাদের কিভাবে ভর্তির সুযোগ দেয়া যায় সে চিন্তা করা হচ্ছে। প্রয়োজনে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে নির্বাচিতদের ভর্তি শেষে আসন খালি থাকা সাপেক্ষে ভর্তি উন্মুক্ত করা যায় কিনা সেটাও ভাবা হচ্ছে।